সম্রাট অশোক

স্বপন মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থতীর্থ
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

মুখবন্ধ

যিশু খ্রিস্টের জন্মের তিনশো বছরেরও আগে পাটলিপুত্রের রাজপ্রাসাদ থেকে ভারতসম্রাট তাঁর পশ্চিমের রাজ্যসীমার দিকে তাকালে দেখতে পেতেন কাবুল, কান্দাহার, হিরাট থেকে উটের সারি চলেছে পশ্চিম-উত্তরে। খাইবারপাসের কাছে পাহাড়ি গাঁয়ে পারসিক, গ্রিক, আসিরিয়দের সঙ্গে নাচেগানে মেতে উঠেছে বাংলার রূপসী তরুণী। দক্ষিণে কৃষ্ণা নদীর জলে সাদা পাল তুলে বাংলার তমলুকের (তাম্রলিপ্ত) মাঝি গান গাইছে। সুদূর ইজিপ্ট, ব্যাবিলন, গ্রিস, পারস্যের জ্ঞানীগুণী, শিল্পী, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক সবার একটি আকাঙ্ক্ষা একবার ভারতবর্ষের মাটিতে পা দিতে হবে।

তারপর গঙ্গা দিয়ে কত জল বয়ে গেছে। সেদিনের পাটলিপুত্র আজ পাটনা। দূর সমুদ্রে পাড়ি-দেওয়া ভাঙা পরিত্যক্ত নৌকো যেমন শুকনো বালিতে মুখ গুঁজে অতীত স্মৃতির মধ্যে সমুদ্রের গন্ধ খোঁজে, ভারতবর্ষ আজ তেমনি একটি পরিত্যক্ত, অবহেলিত নৌকো। আমেরিকা-ইউরোপের ভোগবাদী পণ্যসভ্যতা তাকে আজ অনুকম্পার চোখে দেখে। আজকের নিঃস্ব, রিক্ত, দরিদ্র ভারতবর্ষের অতীত ঐতিহ্যের কিছুই কি অবশিষ্ট নেই? পৃথিবীর মানুষের সামনে অঞ্জলি ভরে দান করবার মতো কিছুই কি তার নেই?

আছে। শুধু আছে না, সে সম্পদ কেবল ভারতবর্ষেই আছে। দিন আসছে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে বিপন্ন বিশ্বের উজ্জ্বল উদ্ধারের চাবিকাঠির খোঁজে যখন সবাইকে অতীত-ভারতমুখী হতে হবে।

খুঁজতে খুঁজতে বহু দূর। ধুলো সরিয়ে, অপরিচিত অক্ষর, অজানা শব্দের গোলকধাঁধা থেকে রত্নভাণ্ডারের খোঁজ, আরও খোঁজ। অসংখ্য তারার মধ্য থেকে ধ্রুবতারাটিকে চিনে নিতে হয়, তবেই সন্ধানী ঠিক লক্ষে স্বর্ণখনিতে পৌঁছে যেতে পারে পৃথিবীর ইতিহাসে, পাহাড়ের কোণে কোণে, প্রস্তরস্তম্ভের বুকে, অবিকৃত ইতিহাসের এমন বিপুল স্বর্ণখনি আর কোথাও নেই—যা আছে ভারতসম্রাট অশোকের শিলালিপিতে, স্তম্ভলিপিতে, পাহাড়ের গুহায়, পাহাড়ের চূড়ায়।

সেদিন ভারত ছিল সবার চোখের মণি, তাই আছে অসংখ্য লিখিত ইতিহাস, ঐতিহাসিক বিবরণ, কাহিনি, উপকথা, উপাখ্যান, কিংবদন্তি, আর আছে আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণাগার থেকে প্রকাশিত সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক তথ্য। কত ঐতিহাসিক-গবেষকের সারা জীবনের পরিশ্রমের ফসল তাঁরা আমাদের হাতে তুলে দিয়ে গেছেন। প্রায় দুশো বছর ধরে বহু প্রখ্যাত মনীষী অশোকলিপির স্বর্ণ-আকর নিয়ে অপরিসীম পরিশ্রম করেছেন এবং করছেন। প্রিন্সেপ, কানিংহাম, ভিনসেন্ট স্মিথ থেকে শুরু করে অধ্যাপক ভাণ্ডারকর, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, বেণীমাধব বড়ুয়া, ব্রতীন্দ্রনাথ মুখার্জি এবং আরও অনেক ঐতিহাসিকদের কাছে আমরা চিরঋণী হয়ে আছি।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, মেগাস্থিনিসের হারিয়ে যাওয়া ভারত ভ্রমণ কাহিনি (তাঁর সময়ের লেখকদের লেখায় যা পাওয়া যায়), ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাঙ্-এর বিবরণ, তিব্বতি গ্রন্থকার, তারানাথের বিবরণী, প্লুটার্কের ইতিহাস, দিব্যাবদান (চতুর্থ শতক) নামে সংস্কৃত গ্রন্থ, বিশেষভাবে অশোকাবদান নামে প্রাচীন অংশ, দীপবংস (চতুর্থ শতক) এবং মহাবংস (পালিভাষায়)—প্রভৃতি প্রাচীন উপাদান থেকে অশোক ও অশোকের সময়ের একটা ধারণা পাওয়া যায়। ধর্মীয় সব উপাখ্যানেই আবেগ প্রাধান্য পায়। তবু তা লুপ্ত সত্যের সূত্র পেতে সহায়ক হয়। সেদিন আজকের পৃথিবীর প্রধান দুটি ধর্ম, খ্রিস্ট এবং

ইসলাম জন্মগ্রহণ করেনি তবু সমস্যা আজকের পৃথিবীর থেকে সেদিন কম জটিল ছিল না। কেমন ছিল ধর্মীয় সমস্যা? রাজনৈতিক সমস্যার সঙ্গে সামাজিক ও ধর্মীয় সমস্যা কেমনভাবে সম্পৃক্ত হয়েছিল? কী ভাবতেন সেদিনের দার্শনিক সন্ন্যাসীরা আর ভণ্ডজ্ঞানীর দল? সম্রাট অশোক কেমনভাবে সামাল দিলেন একইসঙ্গে সকল প্রজাকল্যাণ, ধর্মানুগমন আবার জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতি? এর উত্তরের মধ্যেই আছে আজকের বিশ্বের জটিল সমস্যার সমাধান।

আমার সাহিত্য জীবনের পথ প্রদর্শক ড. নিতাই বসু আমায় বললেন, বারাণসীর সারনাথে যেতে। সেই শুরু। খুঁজেছি বৌদ্ধ-ইতিহাস গ্রন্থ, অশোকের শিলালিপি, স্তম্ভলিপি সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য, যা আমার পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। অশোকের সময়ের ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, শৈল্পিক পরিবেশের ঐতিহাসিক তথ্য খুঁজে বেড়াই কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি, জাতীয় গ্রন্থাগার, ভারতীয় সংগ্রহশালা, সারনাথের সংগ্রহশালায়। তবু 'সময়' কিছু তার পাওনা হিসেবে রেখে দেয়, কিছুতেই অনুসন্ধানীর হাতে তুলে দেয় না। সে ফাঁক ভরতে হয় কল্পনা দিয়ে, অনুমান দিয়ে, সম্ভাব্যতা দিয়ে, নইলে যে পূর্ণাবয়ব গড়ে ওঠে না। জানি কট্টরপন্থী ঐতিহাসিকরা এটা পছন্দ করেন না।

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে একইসঙ্গে সম্রাট অশোক এবং ব্যক্তি অশোককে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেছি। ইতিহাসের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত থেকে নানা প্রাচীন কাহিনির সূত্র মিলিয়ে অশোকের জীবনের ছবি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। পাথরের বুকে যা খোদাই করা আছে কখনও তাকে উপেক্ষা করিনি। তবু তার থেকে রক্ত মাংসের মানুষটাকে খুঁজে পেতে হলে ঐতিহাসিকদের নিরিখে অসমর্থিত কাহিনিকেও উপেক্ষা করা যায় না। তাছাড়া এসব কাহিনির মধ্যে সমসাময়িক

সাংস্কৃতিক ধারাটা বইতে থাকে। তাই ঘটনার প্রেক্ষাপট বুঝতে এইসব কাহিনি খুব গুরুত্বপূর্ণ।

সম্রাট অশোক কলিঙ্গযুদ্ধের আগে চণ্ডাশোক ছিলেন, কালাশোক ছিলেন, নিরানব্বই জন ভাইকে হত্যা করে সিংহাসনে বসেছেন আর কলিঙ্গ যুদ্ধটা চুকে গেলেই বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর পোশাক পরে রাস্তার ধারে গাছ লাগাতে শুরু করলেন। এ-কথা মানতে পারিনি, কেন পারিনি তা আমি আলোচনা করেছি। এখনও স্কুল-কলেজের বইতে অশোক-কে এভাবেই চিত্রিত করা হয়, এটা দুর্ভাগ্যের। অশোকের শিলালিপির কথা সবাই জানেন কিন্তু তাতে ঠিক ঠিক কী লেখা আছে তা বোধহয় অনেকের জানা নেই। আমি মূলের সঙ্গে যতটা ঘনিষ্ঠ থাকা সম্ভব ততটাই ঘনিষ্ঠ থেকে সরল বাংলায় অনুবাদের চেষ্টা করেছি। কাজটি করতে গিয়ে বুঝেছি—এ বড়ো কঠিন ঠাঁই। আমি প্রধানত ইংরেজি পাঠান্তরের সাহায্য নিয়ে এ কাজ করেছি। মূলের অর্থ নিয়ে নানা ব্যাখ্যা আছে। যেটা গ্রহণযোগ্য বলে অনেকে গ্রহণ করেছেন আমিও তাকেই গ্রহণ করেছি, যেখানে তাতে সন্তুষ্ট হতে পারিনি সেখানে অন্য কয়েকটি ব্যাখ্যারও উল্লেখ করেছি।

শিক্ষক জীবনে লক্ষ করেছি প্রাচীন ভারতের এবং বিদেশের প্রাচীন নামগুলির বর্তমান নাম ও অবস্থান অনেকের কাছে অস্পষ্ট। তাই মানচিত্রের সাহায্যে সেগুলির অবস্থান বোঝাবার চেষ্টা করেছি। ব্রাহ্মীলিপির বাংলা রূপান্তর (ইংরেজি ও দেবনাগরীর সাহায্যে) সাধ্যমতো করেছি, যাতে উৎসাহীদের জানবার উৎসাহ বৃদ্ধি পায়।

এই বইটি লেখার কাজের দায়িত্ব আমায় দেন পুনশ্চ প্রকাশনা সংস্থার কর্ণধার শ্রদ্ধেয় শ্রী শঙ্করীভূষণ নায়ক। আগ্রহের প্রদীপের শিখাটি জ্বালিয়ে দিয়ে তিনি আমায় স্বাধীনভাবে কাজ করবার জন্য

উৎসাহ দিতে থাকেন। এ উৎসাহ না পেলে হয়তো মাঝপথেই কাজের থেকে সরে আসতাম।

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্টের (কলকাতা, জোকা) ভারততত্ত্ববিদ, সংস্কৃত বিশেষজ্ঞ, নেদারল্যান্ডবাসী অধ্যাপক বাইলটের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করে অনেক তথ্যের সন্ধান পেয়েছি। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন কারমাইকেল অধ্যাপক এবং ভুবনবিখ্যাত প্রাচ্যবিদ্ পদ্মশ্রী শ্রদ্ধেয় ব্রতীন্দ্রনাথ মুখার্জি তাঁর অসুস্থ শরীর নিয়েও আমার নানা প্রশ্নের উত্তর বুঝিয়ে দিয়েছেন এবং কোথায় অশোক সম্পর্কে সঠিক তথ্য কিভাবে পেতে পারি সে সম্পর্কে দিক্ নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি একমাত্র ভারতীয় প্রত্নলিপিবিদ যিনি দুটি প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধার করেছেন এবং একটি আবিষ্কার করেছেন। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখার্জির দিক্ নির্দেশ না পেলে ইতিহাস ও উপকথার মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য আমার পক্ষে বোঝা কঠিন হত। কলকাতার ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের আর্কিওলজি বিভাগের 'কিপার' শ্রীমতী ড. জয়া ভট্টাচার্য এবং এশিয়াটিক সোসাইটির গবেষক শ্রীমতী ড. সরিতা খেত্রী আমাকে নানাভাবে সাহায্য করে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

এইচ-জি-ওয়েলস মন্তব্য করেছেন, 'ইতিহাসের পৃষ্ঠায় হাজার হাজার রাজার মধ্যে অশোকই একমাত্র উজ্জ্বল নক্ষত্র।' অথচ এই নক্ষত্র এখনও মেঘে ঢাকা। আমাদের উচিত ইতিহাস বই-এর পাতা থেকে তাঁকে তুলে এনে দেশের সাধারণ মানুষকে সেই উজ্জ্বলতম ভারত নক্ষত্রটিকে চিনিয়ে দেওয়া। আমরাই তো তাঁর উত্তরসূরি। আমাদের উদ্দেশ করেই তো তিনি শিলালিপিতে বিশ্বকল্যাণের লক্ষে পৌঁছোতে আলোকিত পথের সন্ধান দিয়ে গেছেন। যে ধর্মান্ধ কালো মেঘের দল তাঁকে আড়াল করে রেখেছে তারাই আমাদের পৃথিবীতে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বালাতে চায়।

আমি বাংলায় লেখা অশোক-সম্পর্কিত একটিও পূর্ণাঙ্গ জীবনেতিহাস পাইনি। আমি আমার সাধ্যমতো অশোকের জীবনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস সাধারণ বাঙালি পাঠকের জন্য লিখবার চেষ্টা করলাম। আমার থেকে যোগ্যতর কেউ এ কাজ ভবিষ্যতে করবেন এই প্রত্যাশা নিয়ে অপেক্ষা করে রইলাম।

যদি অশোক নক্ষত্রের আলোয় একজনও পথের সন্ধান পান তবে আমার দীন প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

স্বপন মুখোপাধ্যায়

বইমেলা, ২০০৪
শ্রীবর্দ্ধন পল্লি
পো : জোকা
কলকাতা-৭০০১০৪

সূচিপত্র

গোধূলি আলোয় সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত	২১
মেধাবী বালক অশোক ও বৃদ্ধ চাণক্য	৩৩
উজ্জয়িনীর পথে অশোক ও শ্রেষ্ঠী-কন্যা মহাদেবী	৪৪
ভারতবর্ষের সিংহাসনে অশোক	৬৩
কলিঙ্গের কালযুদ্ধ	৭০
সন্ন্যাসী সম্রাট অশোক	৭৯
কুণাল কথা	৯৬
অশোকের শিলালিপি	১০১
অশোকের স্তম্ভলিপি	১২০
এলাহাবাদ-কোশাম্বী স্তম্ভ অনুশাসন	১২৮
অশোকের মহানির্বাণ	১৩২
মুখ্য শিলানুশাসনের অনুবাদ	১৩৭
স্তম্ভানুশাসনের অনুবাদ	১৬১

অশোকের সময় গুরুত্বপূর্ণ স্থান এবং যে সমস্ত স্থানে শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে

১.	কান্দাহার	১২.	সাঁচী	২৩.	কাশি
২.	লাম্পক	১৩.	উজ্জয়িনী	২৪.	পাটলিপুত্র
৩.	শাহ্‌বাজগড়	১৪.	ব্রোচ	২৫.	নিগালিসাগর
৪.	মানসেরা	১৫.	গিরনার	২৬.	রুমিনদেই (লুম্বিনি)
৫.	তক্ষশীলা	১৬.	সোপারা	২৭.	সারনাথ
৬.	কলসি	১৭.	মাস্‌কি	২৮.	রামপূর্বা
৭.	তোপারা	১৮.	ইয়েরাগুরি	২৯.	লরিয়া-নন্দনগড়
৮.	দিল্লি	১৯.	জৌগড়	৩০.	লরিয়া-আরা
৯.	বৈরাট	২০.	ধৌলি		
১০.	ভব্রু	২১.	তাম্রলিপ্তি		
১১.	গুজারা	২২.	রূপনাথ		

অশোকের শিলালিপিতে উল্লিখিত নানা স্থান

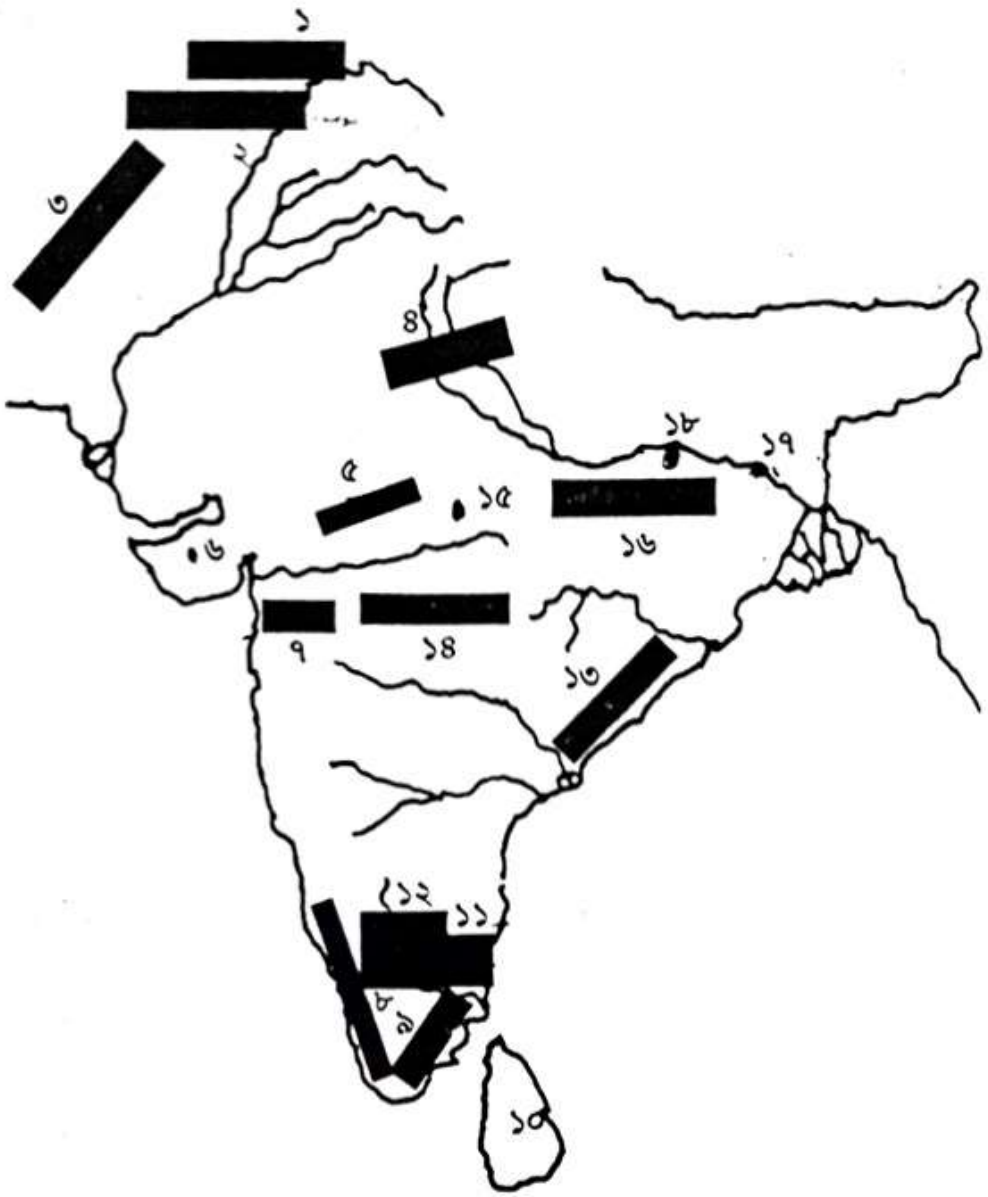

১. কম্বোজ
২. গান্ধার
৩. যোন
৪. কোশল
৫. অবন্তী
৬. গিরিনগর
৭. ভোজ
৮. কেরলপুত্র
৯. পাণ্ড্য
১০. তাম্রপর্ণী
১১. চোল
১২. সত্যপুত্র
১৩. কলিঙ্গ
১৪. বিদর্ভ
১৫. বিদিশা
১৬. মগধ
১৭. চম্পা
১৮. পাটলিপুত্র

বাংলা	ব্রাহ্মী	বাংলা	ব্রাহ্মী
অ		ছ	
আ		জ	
ই		ঝ	
উ		ঞ	
এ		ট	
ঐ		ঠ	
ও		ড	
অং		ঢ	
ক		ণ	
খ		ত	
গ		থ	
ঘ		দ	
ঙ		ধ	
চ		ন	
		প	
		ফ	

বাংলা	ব্রাহ্মী	বাংলা	ব্রাহ্মী
ব		কে	
ভ		কো	
ম		কং	
য		খা	
র		খি	
ল		খু	
ব		খে	
শ		খো	
ষ		গী	
স		গু	
হ		গো	
কা		জা	
কি		ঞো	
কী		টা	
কু		টে	
কৃ		ডু	

বাংলা	ব্রাহ্মী	বাংলা	ব্রাহ্মী
ণা	𑀡𑀸	বু	𑀩𑀼
ণো	𑀡𑁄	ভিং	𑀪𑀺𑀁
থা	𑀣𑀸	মা	𑀫𑀸
থি	𑀣𑀺	মু	𑀫𑀼
থী	𑀣𑀻	মে	𑀫𑁂
থু	𑀣𑀼	মো	𑀫𑁄
থে	𑀣𑁂	য়ু	𑀬𑀼, 𑀬𑀼
থো	𑀣𑁄	যূ	𑀬𑀽, 𑀬𑀽
দিং	𑀤𑀺𑀁, 𑀤𑀺𑀁	যো	𑀬𑁄, 𑀬𑁄
দু	𑀤𑀼	রি	𑀭𑀺
ধি	𑀥𑀺	রী	𑀭𑀻
নু	𑀦𑀼	রু	𑀭𑀼
পু	𑀧𑀼	রো	𑀭𑁄
বা	𑀩𑀸	লিং	𑀮𑀺𑀁
বি	𑀩𑀺	লে	𑀮𑁂
বী	𑀩𑀻	শি	𑀰𑀺
		শো	𑀰𑁄
		চ্য	𑀘𑁆𑀬
		প্র	𑀧𑁆𑀭